সুমির সাথে দেখা হল বই মেলায়

শুজা রশীদ

বই মেলায় গেলে কিভাবে যেন সময় কেটে যায়। সেলিম ভেবেছিল বিকালের দিকে একবার ঝট করে ঢু মেরে আসবে। নতুন বই পত্র কিছু এলো কিনা দেখা হবে, পরিচিত কবি সাহিত্যিকদের সাথে মোলাকাত হবে আর উপরি পাওনা হচ্ছে বন্ধু বান্ধবরা কেউ থাকলে কিচ্ছুক্ষন আড্ডা দেয়া যাবে। রিনিকে নেয়া যায় না। গল্পের বইয়ে তার আগ্রহ আছে, মাঝে মাঝে হাতে পেলে সে কিছু কিছু বই পড়ে কিন্তু সেজে গুজে বই মেলায় গিয়ে বই দেখার ব্যাপারে তার ভয়ানক অনীহা। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে সেলিম তাকে অবজ্ঞা করে ইচ্ছে মত চলে যেতে পারে। যাক বা না যাক, তাকে যাবার জন্য চাপাচাপি করা হল না এই অপরাধে দু' দিন কথা পর্যন্ত বন্ধ থাকতে পারে। রিনি একটু স্পর্শ কাতর। একটু নয়, অনেক। কিছু কিছু ব্যাপারে অসম্ভব স্পর্শকাতর। বিশ বছর সংসার করবার পর এই জাতীয় সমস্যা কিভাবে ঘায়েল করতে হয় শিখে গেছে সেলিম। তার এখন রিনিকে সাল্লাতে কোন সমস্যা হয় না।

বিকালে ড্যানফোর্তে বই মেলায় যাবার আগে রিনিকে সঙ্গে নেবার জন্য অনেক সাধ্য সাধনা করল। এক পর্যায়ে বলেই বসল সে না গেলে সেলিমও যাবে না। রিনি হাসি মুখে মুখ ঝামটা দিল। “থাক ঢং কর না আর। যাওত।”

বড় ছেলেটা বসে বসে ফোনে ছাইভস্ম খেলছিল। তাকে নেবার চেষ্টা করে সফল হল না। বয়েস মাত্র পনের হলেও তার হাব ভাব দেখে মনে হয় সে সেলিমের বসের বস। দশ বছরের মেয়েটা সারাদিন হাবি জাবি আকে। তাকে নেবার চেষ্টা করতে সে সাথে সাথে রাজী হয়ে গেল তবে একশ এক গন্ডা শর্ত দিল। সেলিম হিসেব করে দেখল তাকে সাথে নিলে কম করে হলেও পঞ্চাশ ডলার গচ্চা যাবে। সে একটা ভুয়া অজুহাত দেখিয়ে সটকে পড়ল।

বই মেলা সাধারণত জমে ওঠে সন্ধ্যার পর। বইয়ের সাথে সাথে নানা ধরনের অনুষ্ঠানমালা থাকে। অনেকে আসে স্রেফ আড্ডা দিতে, অনেকে আসে অনুষ্ঠান দেখতে। খুব রমরমা না হলেও, একেবারে মন্দ না। পরিচিত কয়েক জনের সাথে দেখা হয়ে গেল। চা চানাচুর হল। কিছু বই ঘেটে ঘুটে দেখল। আড্ডা দেবার মত কাউকে ঠিক পাওয়া গেল না। ভাবছে ফিরে যাবে সেই সময় হঠাত চোখ পড়ল ভদ্রমহিলার উপর। মাঝবয়েসী এক ভদ্রলোকের সাথে হন্তদন্ত হয়ে ভেতরে ঢুকে ব্যাস্ত হয়ে চারদিকে তাকাচ্ছেন। তার সুন্দর চর্চিত মুখে বিচলতা, এক হাতে নীল শিফন শাড়ীর আচল

সামলাতে সামলাতে শরীরে বাক তুলে চান্দী ছেলা সঙ্গী ভদ্রলোককে উদ্দেশ করে বললেন, "আচ্ছা, প্রোগ্রাম কোথায় হচ্ছে বলত?"

ভদ্রলোক নিরীহ ভাবে মাথা নাড়লেন। জানেন না।

ভদ্রমহিলা তিক্ত কন্ঠে বললেন, "চুপ চাপ দাঁড়িয়ে থেক না। বের কর। কাউকে জিজ্ঞেস কর।"

ভদ্রমহিলা অবশ্য স্বামীর জন্য অপেক্ষা করলেন না। নিজেই চারদিকে তাকিয়ে কাকে জিজ্ঞেস করবেন বোঝার চেষ্টা করলেন। সেলিমের সাথে মুহূর্তের জন্য চোখাচোখি হল। সেলিম ভেবেছিল তাকে চিনতে পারবেন না। কিন্তু ভদ্রমহিলার দৃষ্টি ঝট করে আবার তার উপর ফিরে এল। "সেলিম ভাই!"

সেলিম মৃদু হাসল। সুমিকে অনেক দিন পর দেখল। পচিশ বছর হবে। সুমি আগের চেয়ে সুন্দর হয়েছে। এই মাঝবয়েসে এসে যেন তার সৌন্দর্য খুলে গেছে। চোখ ফেরাতে কষ্ট হবার মত দৃশ্য। সুমি যে তাকে দেখেই চিনতে পেরেছে দেখে ভালো লাগল।

সেলিম এক পা এগিয়ে গিয়ে বলল, "সুমি! কেমন আছো?"

সুমি দ্রুত কয়েক পা এগিয়ে এলো ওর দিকে, শরীরে ঢেউ তুলে, তরুণীর মত। একটা হার্ট বিট মিস করল সেলিম। "সেলিম ভাই, কত দিন পর আপনাকে দেখছি বলেন তো? আমি শুনেছিলাম আপনি এখানে থাকেন কিন্তু এভাবে দেখা হয়ে যাবে কে জানত? বউ কোথায়? বাচ্চারা? কয় বাচ্চা আপনার? নিয়ে আসেননি? এই আমার স্বামী। আরে বোকার মত ওখানে দাঁড়িয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছো কেন? এখানে এস। সেলিম ভাই ইউনিভার্সিটীতে আমাদের সিনিয়র ছিলেন। দারুন ক্রিকেট খেলতেন। তার কত মেয়ে ফ্যান ছিল জানো?" খিল খিল করে হাসল সুমি। সে হাসলে তার চোখ বুজে আসে, মনে হয় এই বোধহয় কেদে দেবে। এমনটা আর কারো মধ্যে দেখেনি সেলিম।

সেলিম হাত মেলাল ভদ্রলোকের সাথে। "নাইস টু মিট ইউ।"

ভদ্রলোকের কন্ঠ ভরাট। "সেম হেয়ার।"

সুমি আবার চারদিকে তাকাচ্ছে। ব্যাস্ত ভঙ্গী। "আচ্ছা, সেলিম ভাই, অনুষ্ঠান কোথায় হচ্ছে বলেন তো? আমার গান গাওয়ার কথা। আটটা বলেছিল। পেরিয়ে গেছে।"

সেলিম মঞ্চের পথ দেখিয়ে দিল। সুমি দাঁড়াল না। শাড়ীর আচল বাতাসে উড়ছে। রেশমি চুলে ঢেউ। ঘাড় ঘুরিয়ে সেলিমের দিকে দ্রুত একটা চাহনি দিল। "আবার কথা হবে সেলিম ভাই। আসেন, আমার গান শুনবেন।"

সুমি ভালো গান গায়। ইউনিভার্সিটিতে গাইত। সেলিম এমন একটা ভঙ্গী করল যে সে অবশ্যই শুনবে। সুমি দৃষ্টির অন্তরাল হতেই বই মেলা থেকে বেরিয়ে এলো। বহু বছর আগে, যখন সুমি নামের একটা প্রানোচ্ছল সুন্দরী ক্রিকেটমোদী মেয়ে তার ফ্যান ছিল, সে তার হাত ধরে আরেক ধাপ এগিয়ে যেতে চেয়েছিল। সুমি হেসেছিল, যেন সেলিম খুব একটা হাসির কিছু বলেছে। "কি বলছেন এসব, সেলিম ভাই? সবাই কি ভাব্বে? আমার বাবা মা খুব কড়া।" সে আরো কিছুক্ষন হেসেছিল, তারপর ক্লাশের কথা বলে চলে গিয়েছিল। তারপর, সুমি তাকে এড়িয়ে চলত।

রাতে একসাথে খাওয়াটা রেওয়াজ থাকলেও অধিকাংশ দিনই সেলিম একা একা খায়। দোষটা তারই। রিনি রাত ন'টার মধ্যে খেয়ে নেয়, বাচ্চাদেরকেও খাইয়ে দেয়। সেলিম রাত এগারোটার আগে খায় না। বাসায় ফিরে দেখল রিনি বাচ্চাদের নিয়ে খাবার আয়োজন করছে। সে ঘোষনা দিল, আজ সেও তাদের সাথে খাবে। রিনি অবাক হল। "হুজুরের দেখি আজকে নিয়ম পালটে গেল!"

"ক্ষিধে লেগেছে," সেলিম সহজ কন্ঠে বলে। তার দৃষ্টিতে অনুসন্ধিৎসা। একটা ম্যাক্সি পরেছে রিনি, কাধ সমান চুল এলোমেলো করে ছড়ান, আগে অনেক ঘন ছিল, ইদানিং বেশ হাল্কা হয়ে এসেছে, কিন্তু তারপরও ওর নিটোল মুখের সাথে মানিয়ে যায়। হাসলে দু'গালে টোল পড়ে। দেখতে খুব ভালো লাগে। রেগে গেলে দু' চোখের মাঝে হিংস্র একটা ভাজ পড়ে, সেটাও দেখার মত। সেলিম অনেকবার ভেবেছে ছবি তুলে রিনিকে দেখাবে কিন্তু সেই ধরনের পরিস্থিতিতে ছবি তোলাটা নিরাপদ নয়। রিনি শরীর সচেতন। সুন্দর করে সাজলে তাকে দেখে এখনও অনেকে পল্টী খাবে।

তার দৃষ্টিতে নিশ্চয় কিছু একটা ছিল, রিনি লক্ষ্য করল। মুচকি হাসল। "কি ব্যাপার, এভাবে তাকিয়ে আছো কেন?"

মুচকি হেসে মাথা দোলায় সেলিম। ছেলেমেয়েদের চোখের আড়ালে ফিসফিসিয়ে বলে, "সুন্দর লাগছে। একটা শাড়ী পড়বে খাবার পর? আজ জোতস্না আছে।"

রিনি গালে টোল ফেলে হাসে। "ইস রে, বাবু যে আজকে খুব রোমান্টিক!"

সেলিম গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। "পরবে? নীল শাড়ীটা।"

রিনি ছদ্ম রাগে তাকে কনুই দিয়ে আলতো করে একটা খোঁচা দেয়। "সর। বাচ্চারা দেখবে। ওরা ঘুমাক, তারপর দেখা যাবে।"

রিনি টেবিলে খাবার দিচ্ছে। তার সাথে হাত লাগাল সেলিম। রিনি এটা পছন্দ করে। দু'জনার শরীর ছুঁয়ে যাচ্ছে এখন তখন। ভালো লাগছে সেলিমের। তার খুব ইচ্ছা হচ্ছে সে রিনিকে বলে, "জানো

আজকে কি হয়েছে? সুমির সাথে দেখা হল বইমেলায়! এক সময় মেয়েটার জন্য খুব পাগল ছিলাম। হাঃ হাঃ হাঃ।”